পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৬৫তম সভার কার্যবিবরণী

বিগত ০৪/০৩/২০১০ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ শাহজাহান-এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ২৬৫-তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **মেসার্স ফখরুজ্জামান রাইস মিল, গ্রামঃ খরিদিচর, ইউনিয়নঃ চরমহল্লা, উপজেলাঃ ছাতক, সুনামগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ধান ভাঙ্গানো)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেটে প্রদত্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ মিলে ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য এ'ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় ধান সিদ্ধ করার জন্য কোন বয়লার ব্যবহার করা যাবে না।

গ) মিলের উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুকণা (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঘ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) ধান হতে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য যথাসম্ভব নিজ বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে এবং Fugitive বায়বীয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উচ্চতার বেষ্টনী দিতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

চ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) এ কারখানার শ্রমিক/ কর্মচারীদর সর্বদা নোজ মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২. **ডরিন পাওয়ার জেনারেশন এন্ড সিস্টেমস (১১ মে.ওয়াট) লিঃ, গ্রামঃ বাথালিয়া, মৌজাঃ পাঁচ গাছিয়া, থানাঃ মহিপাল, জেলাঃ ফেনী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র, EIA প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ১১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) উপরোক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত/প্রতিপালিত না হলে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিল করা হতে পারে।

ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিউল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৩. **ডরিন পাওয়ার জেনারেশন এন্ড সিস্টেমস (২২ মে.ওয়াট) লিঃ, গ্রামঃ দেবীপুর, ইউনিয়নঃ শর্শদি, থানাঃ ফেনী সদর, জেলাঃ ফেনী** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত ছাড়পত্রের আবেদনপত্র, EIA প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ ছাড়পত্র ২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঘ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে ।

ঙ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

চ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সৃষ্ট Residual Filtrate অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।

ছ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

জ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x, NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঢ) উপরোক্ত শর্তসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত/প্রতিপালিত না হলে পরিবেশগত ছাড়পত্র বাতিল করা হতে পারে।

গ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিউল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৪. **এ্যাকো স্টিল মিলস লিঃ, সফিপুর বাজার, কালিয়াকৈর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম ঃ ইংগট, রড,এঙ্গেল, ফ্ল্যাট বার ইত্যাদি প্রস্তুত করা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের পরিদর্শন প্রতিবেদন, ইএমপি ফরম্যাট, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ ও ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির পরিদর্শন সভায় পর্যালোচনা করা হয় । পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র আয়রন স্ক্র্যাপ থেকে ইনগট, রড, এঙ্গেল, ফ্ল্যাট বার প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে । কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা কন্টেইনার, স্ক্র্যাপ কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা।

গ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো ধোঁয়া ও বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারখানায় স্থাপিত fume extruction system এবং চিমনী কার্যকারীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) আইইই এবং ইএমপি প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য (লৌহজাত স্ক্রাপ, লোহার গুড়া ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে

ছ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুর্পার্শ্বস্থ বায়ুর গুনগতমান অত্র দপ্তরে দাখিল করতে হবে।

জ) ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ঝ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ঞ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাক্স, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ট) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঠ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ড) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. **মেসার্স বিসমিল্লাহ রাইছ মিল, সাং- বড় চাউলাকাঠী, ডাকঃ চাখার, উপজেলাঃ বানারীপাড়া, বরিশাল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ধান ভাঙ্গানো)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেটে প্রদত্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ মিলে ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য এ'ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় ধান সিদ্ধ করার জন্য কোন বয়লার ব্যবহার করা যাবে না।

গ) মিলের উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুকণা (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঘ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) ধান হতে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য যথাসম্ভব নিজ বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে এবং Fugitive বায়বীয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উচ্চতার বেষ্টনী দিতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

চ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) এ কারখানার শ্রমিক/ কর্মচারীদর সর্বদা নোজ মাক্স পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

জ) কারখানা চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৬. **মেসার্স মতলব জেনারেলহাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার, মতলব (দক্ষিণ), চাঁদপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চক্ষু হাসপাতাল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাটে প্রদত্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিব্বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে প্রকল্পটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) এ ছাড়পত্র হাসপাতাল-এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) হাসপাতালের Infectious, Non-infectious, Sharp metal, plastic ইত্যাদি বর্জ্য আলাদা আলাদা পাত্রে সংগ্রহ করতে হবে।

গ) সূচ, সিরিঞ্জ, টেস্ট টিউব, প্লাস্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ যন্ত্রে জীবাণুমুক্ত করার পর শ্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাস্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে;

ঘ) Pathogenic তরল বর্জ্য পরিশোধনপূর্বক জীবাণুমুক্ত করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মত ইনসিনারেটররে পুড়িয়ে ফেলতে হবে;

ঙ) Body parts, Fetus, tissue ইত্যাদি কবরস্থানে পুতে ফেলতে হবে।

চ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামুলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাক্রান্ত না হয়।

ছ) হাসপাতালের indoor air quality নিয়মিত মনিটর করতে হবে ।

জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ঝ) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে । প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে ।

ট) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ট) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উম্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে ।

ঠ) ভবনের নীচতলা গাড়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/ আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা ।

ড) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিউল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৭. **সানটেক এনার্জি লিঃ, প্লট-৩৬/এ, ৩৭/এ বিসিক শিল্প নগরী, খাদিমনগর, সিলেট** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যাটারি সংযোজন)ঃউদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, EMP প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, লোকেশন ম্যাপে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ এবং ২৬২ ও ২৬৪তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রেরিত উদ্যেক্তার জবাব সভায় পর্যালোচনা করা হয় বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ।

ক) এ ছাড়পত্র কারখানায় শুধুমাত্র লেড এসিড ব্যাটারী প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেনা।

গ) এ কারখানায় লেড গলানো বা চূর্ণ করা যাবে না ।

ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ লেড, সালফিউরিক এসিড, সালফারের অক্সাইড এবং বস্তু কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা ।

চ) কারখানাসৃষ্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।

ছ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তরল বর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা। তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য স্থাপিত সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

জ) কারখানার সীসা মিশ্রিত কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে অন্যত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিষ্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিষ্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।

ঞ) কারখানার জেনারেটর নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

ট) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

ঠ) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দপ্তর হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।

ড) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঢ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

ণ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ত) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্যের স্ট্যাক এবং Down wind Direction-এ পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান (SPM, H_2SO_4, SOx & Lead) এবং কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. **মেসার্স আলহাজ্ব ইব্রাহীম আলী অটো রাইস মিল, সাং- দোহালিয়া বাজার, ডাকঘর- দোহালিয়া বাজার, উপজেলাঃ দোয়ারা বাজার, জেলাঃ সুনামগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মিনি অটো রাইস মিল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরমেটে প্রদত্ত তথ্য, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) এ মিলে ধান থেকে চাল উৎপাদনের জন্য এ'ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) এ কারখানায় ধান সিদ্ধ করার জন্য কোন বয়লার ব্যবহার করা যাবে না।

গ) মিলের উৎপাদান প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বস্তুকণা (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঘ) EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঙ) ধান হতে চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্য যথাসম্ভব নিজ বেষ্টনীর মধ্যে রাখতে হবে এবং Fugitive বায়বীয় বর্জ্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত উচ্চতার বেষ্টনী দিতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।

চ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) এ কারখানার শ্রমিক/ কর্মচারীদর সর্বদা নোজ মাস্ক পরিধান করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি অনুসরণে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

জ) কারখানা চত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৯. **কাপাসিয়া তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প, কপালেশ্বর, কাপাসিয়া, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ তেল/গ্যাস অনুসন্ধান প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদনটি ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়। সভার আলোচনা মোতাবেক উপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে সদর দপ্তর হতে ইআইএ অনুমোদনসহ পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

১০. **মার্প বাংলাদেশ, পূর্বহাটি, তেতুলঝরা, হেমায়েতপুর, সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেস্টিসাইড ও ফাংগিসাইড রিপ্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় ।

ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পেষ্টিসাইডও ফাংগিসাইড রিপ্যাকিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ বা নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

খ) কারখানার উৎপাদান প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/ বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা । কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।

গ) কারখানার রিপ্যাকিং ইউনিট হতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য Suction hood, ডাস্ট কালেক্টর, একজস্ট ফ্যান ও চিমনী কার্যকারীভাবে চালূ রাখতে হবে।

ঘ) কারখানার মেঝে/ ইকুইপমেন্ট/ স্ক্রাবার, বস্ত্র ও কন্টেইনার ধৌত করা পানি ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করে Detoxic না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। তরল বর্জ্য Detoxic করার জন্য নির্মিত স্টোরেজ পন্ডে Detoxic হওয়ার পর Bioassay পরীক্ষার মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশে নির্গমন করতে হবে।

ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে সৃষ্ট বিষাক্ত কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

চ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত না করে কারও নিকট বিক্রয় করা যাবে না।

ছ) পেস্টিসাইড পরিবহন, handle, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।

জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা কৃষিবিদ ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।

ঝ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।

ঞ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।

ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা- ডাবল স্টেয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

ঠ) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

ড) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট তরল বর্জ্যের গুনগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

ঢ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্ট বায়বীয় বর্জ্যের স্ট্যাক এবং Down wind Direction-এ পরিবেষ্টক বায়ুর গুনগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে ।

ণ) কর্মরত শ্রমিকদের কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক হেলমেট, নোজ মাক্স, চশমা, হাত গ্লাভস, বুট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

ত) কারখানা চত্তরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার চারপাশে উঁচু দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।

থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা,১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।

দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিউল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ ইআইএ অনুমোদন

১. **বি.এস.আর.এম আয়রন এন্ড স্টিল কোং লিমিটেড, ২০২-২০৫ নাসিরাবাদ শি/এ, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, চট্টগ্রাম** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম ঃ ইংগট, রড,এঙ্গেল, ফ্ল্যাট বার ইত্যাদি প্রস্তুত করা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, প্রকল্পটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত ও ইআইএ পর্যালোচনা প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) প্রকল্পটি পরিচালনার ফলে সৃষ্ট তরল ও বায়বীয় বর্জ্য এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

ঙ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে কারখানার উৎপাদন শুরু করা যাবে না ।

২. **হ্যামস গার্মেন্টস লিঃ, বৈরাগীরচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বস্ত্র বুনন এবং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং কারখানাটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।

ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্ন্তভূক্ত থাকবে।

খ) ইআইএ প্রতিবেদনে দাখিলকৃত ইটিপিসহ সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট স্লাজ ম্যানেজমেন্ট নিজস্ব জায়গায় ৬ মাস সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

ঘ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে ।

ঙ) কারখানায় যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।

চ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ করতে পারবেনা এবং কারখানা চালু করতে পারবেনা ।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ ঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **এ এন্ড এইচ নিট কম্পোজিট লিঃ, দেওয়ালিয়া বাড়ী, কোনাবাড়ী, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত সাইট লোকেশান ম্যাপ, প্রকল্পের অবস্থান, দাখিলকৃত ইটিপি-এর নক্সা, কারখানার লে-আউট প্লান ও ড্রেনেজ সিস্টেমের নক্সা এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিববর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত ড্রেনেজ লাইনসহ আইইইতে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইনসহ ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

i. তরল বর্জ্য সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব দূরীকরণের জন্য যে সকল মিটিগেশন মের্জাস নেয়া হবে তার যৌক্তিকতা ও বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণ;

ii. যে দেশ থেকে কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হবে তার নাম; ইটিপি-এর যন্ত্রাদি একই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা এবং না থাকলে তার যৌক্তিকতা;

iii. রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিস্তারিত Manufacturing Process এর বিবরণ;

- পানি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালসমূহের Mass Balance হিসাব;
- উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমান, বিক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রকৃতি;
- পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তরল বর্জ্যের গুণগত মান (pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, SS, Fe ইত্যাদি)।
- যন্ত্রপাতির বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত স্কেলে ইটিপি'র ডিজাইন, ডাইমেনশন ও সেকশন এলিভেশনসহ বিশদ নকশা ও বাস্তবায়নের সময়সূচী;
- পরিশোধনের বিভিন্ন ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ক্যালকুলেশন/স্লাজের পরিমান ও চূড়ান্ত ডিসপোজাল সিস্টেমের বিস্তারিত বিবরণ;
- তরল বর্জ্যের চূড়ান্ত অপসারণ স্থানের পানির গুণগত মান ও পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্রের বিবরণ;

- ❖ ইটিপি অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং ইটিপি এর পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও বিকল্প পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;
- ❖ ইটিপি-এর প্রতিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সাথে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে নূন্যতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখতে হবে।

ঝ) প্রকল্প চত্ত্বরের নূ্যনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঞ) ক-ঝ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহন এবং কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

২. **তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ, মেঘনা ঘাট, সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কেমিক্যালস উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক দাখিলকৃত সাইট লোকেশান ম্যাপ, প্রকল্পের অবস্থান, দাখিলকৃত ইটিপি-এর নক্সা, কারখানার লে-আউট প্লান ও ড্রেনেজ সিস্টেমের নক্সা এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রস্তাবিত ড্রেনেজ লাইনসহ আইইইতে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) ইটিপি'র বিস্তারিত ডিজাইনসহ ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের সংশিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরে অনুমোদনের জন্য দাখিল করতে হবে।

গ) ইআইএ প্রতিবেদনে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

i. তরল বর্জ্য সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব দূরীকরণের জন্য যে সকল মিটিগেশন মের্জাস নেয়া হবে তার যৌক্তিকতা ও বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সাথে তুলনামূলক বিবরণ;

ii. যে দেশ থেকে কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হবে তার নাম; ইটিপি-এর যন্ত্রাদি একই প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে কিনা এবং না থাকলে তার যৌক্তিকতা;

iii. রাসায়নিক বিক্রিয়াসহ বিস্তারিত Manufacturing Process এর বিবরণ;

- ❖ পানি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঁচা মালসমূহের Mass Balance হিসাব;
- ❖ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপে সৃষ্ট তরল বর্জ্যের পরিমান, বিক্রিয়া ও রাসায়নিক প্রকৃতি;
- ❖ পরিশোধনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য তরল বর্জ্যের গুণগত মান (pH, DO, BOD, COD, TSS, TDS, SS, Fe ইত্যাদি)।
- ❖ যন্ত্রপাতির বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত স্কেলে ইটিপি'র ডিজাইন, ডাইমেনশন ও সেকশন এলিভেশনসহ বিশদ নকশা ও বাস্তবায়নের সময়সূচী;
- ❖ পরিশোধনের বিভিন্ন ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়া ও ক্যালকুলেশন/স্লাজের পরিমান ও চূড়ান্ত ডিসপোজাল সিস্টেমের বিস্তারিত বিবরণ;
- ❖ তরল বর্জ্যের চূড়ান্ত অপসারণ স্থানের পানির গুণগত মান ও পানিতে বিদ্যমান জীববৈচিত্রের বিবরণ;
- ❖ ইটিপি অপারেশন ও রক্ষনাবেক্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং ইটিপি এর পদ্ধতির যৌক্তিকতা ও বিকল্প পদ্ধতি সমূহের মধ্যে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;
- ❖ ইটিপি-এর প্রতিটি ইউনিটের ক্ষেত্রে বিকল্প পদ্ধতিসমূহের সাথে আর্থিক, কারিগরী, ডিজাইন, অপারেশন, ও রক্ষানাবেক্ষণগত সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে তুলনামূলক বিবরণ;

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে কারখানা সৃষ্ট তরল বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা, স্থাপিতব্য ইটিপি-এর ডিটেইল ডিজাইন (ক্যালকুলেশনসহ) অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ কারখানা সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filte এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

চ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ছ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

জ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

ঝ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে নূন্যতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখতে হবে।

ঞ) প্রকল্প চত্ত্বরের নূ্যনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ট) ক-ঝ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঠ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহন এবং কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

৩. **জালালাবাদ ৩-ডি সিজমিক সার্ভে প্রকল্প, সেভরণ বাংলাদেশ ব্লক-১৩ ও ১৪ লিঃ, Bay's Galleria (4th Floor), 57, Gulshan Ave, Gulshan, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৩-ডি সিজমিক সার্ভে)ঃ সেভরন বাংলাদেশ ব্লক থারটিন ও ফোরটিন লিঃ কর্তৃক সিলেট এলাকায় ৩-ডি সিজমিক সার্ভে এর জন্য দাখিলকৃত আবেদন পত্র, প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান, আইইই প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, পর্যালোচনা চেকলিস্ট, লোকেশন ম্যাপ, সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে জেলা প্রশাসকের অনাপত্তি প্রদান সাপেক্ষে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তাবলী আরোপ করে সদর দপ্তর থেকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৪. **মুচাই কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, রশিদপুর (মুচাই), উপজেলাঃ বাহুবল, জেলাঃ হবিগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন)ঃ সেভরন বাংলাদেশ ব্লক টুয়েলভ লিঃ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন পত্র, প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান, আইইই প্রতিবেদন, ফ্যাক্ট সিট, পর্যালোচনা চেকলিস্ট, লোকেশন ম্যাপ, সরেজমিন পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তাবলী আরোপ করে সদর দপ্তর থেকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

৫. **কোয়ালিটি স্টিল মিলস, পূর্বদি, তেঘরিয়া, দক্ষিণ, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রম ঃ ইংগট, রড,এঙ্গেল, ফ্ল্যাট বার ইত্যাদি প্রস্তুত করা)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত কারখানার প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং বিভাগীয় দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

ক) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা কন্টেইনার স্ক্র্যাপ কাচাঁমাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা।

খ) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত TOR -এর ভিত্তিত্বে ইআইএ সম্পাদন করতে হবে। ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্যের ব্যবস্থা, health & safety, emergency response system ইত্যাদি অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না।

জ) প্রকল্প চত্ত্বরের ন্যূনতম ৩৩% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

ঝ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, নোজ মাস্ক, বুট , চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঞ) ক-ঝ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ট) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও কারখানা উৎপাদনে যেতে পারবে না ।

৬. **যমুনা ফিউচার পার্ক (পাওয়ার প্লান্ট), ক-২৪৪, কুড়িল, প্রগতি সরণী, বারিধারা, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত কারখানার প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে এবং উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখাতে হবে।

গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইআইএ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ কারখানা সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ডিটেইল পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filte এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারবে না।

৭. **২০ মেগাওয়াট মধুমিতা পাওয়ার লিঃ, করটিয়া, বাইপাস, টাঙ্গাইল** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত কারখানার প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

খ) শিল্প ইমারত দ্বারা সাইটের সর্বাধিক ৬৬% স্থান আচ্ছাদিত করা যাবে এবং উহার পশ্চাতে ও দুই পার্শ্বে ন্যূনতম ২.৫০ মিটার স্থান উন্মুক্ত রাখাতে হবে।

গ) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইআইএ প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে। অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।

ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ কারখানা সৃষ্ট গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x, NO_x, CO ইত্যাদি) এবং বস্তকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা এবং তরল বর্জ্য পরিশোধনের ডিটেইল পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filte এবং Sludge ব্যবস্থাপনার বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

ঙ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির অনুকুলে L/C খোলা যাবে না।

ছ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ মাল্টিডিসিপ্লিনারী টীমের মাধ্যমে ইআইএ প্রণয়ন করতে হবে।

জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনে যেতে পারবে না।

৮. **বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড -এর নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শহর রক্ষা প্রকল্প)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, লোকেশন ম্যাপ, প্রকল্প এলাকার নকশা, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তাবলী আরোপ করে সদর দপ্তর থেকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়।

ঘ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. **অলি নিটিং ফেব্রিক্স লিঃ, গণকবাড়ী,সাভার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি ফরম্যাট, ইটিপির ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচানান্তে কারখানাটির সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঙ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. **পূর্বাচল বেস্টওয়ে সিটি, কাঞ্চন, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ২৬৩ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব এবং বিভাগীয় দপ্তরের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দাখিলকৃত কাগজপত্রে নিম্নরূপ অসঙ্গতি ছাড়াও নিম্নলিখিত কাগজপত্র দখিল করা হয়নিঃ

- এসি ল্যান্ড কর্তৃক প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জমির পরিমান এবং প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যানে উল্লেখিত জমির পরিমানের মধ্যে তারতম্য রয়েছে।
- অধিকন্তু, লে-আউট প্ল্যানে যে সকল পাবলিক অ্যামিনিটিজ এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার সংখ্যা এবং জমির পরিমানের মধ্যে মিল পাওয়া যায়নি।
- লে-আউট প্ল্যানে প্রদর্শিত ওয়াটার বডি, গ্রীণ এরিয়া ও STP এর জন্য বরাদ্দকৃত জায়গার পরিমান যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- প্রি-ফিজিবিলিটি প্রতিবেদনে প্লটের সংখ্যা ৭০০টি হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে, লে-আউট প্ল্যানে প্লটের সংখ্যা ১২৪৭টি দেখানো হয়েছে।
- প্রি-ফিজিবিলিটি প্রতিবেদনে প্রকল্পের এরিয়া ১০০ একর দেখানো হয়েছে। অপরদিকে দাখিলকৃত লে-আউট প্ল্যানে প্রকল্পের এরিয়া ১৫০.১১ একর দেখানো হয়েছে যা পরস্পরবিরোধী।

উপরে বর্ণিত অসঙ্গতিসমূহ দূর করে প্রয়োজনীয় প্রকাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর হতে উদ্যেক্তাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২. **প্রবাসী পল্লী (ইন্সপায়ার্ড ডেভেলপমেন্ট লিঃ, নারায়নকুল, খিলগাও, সমরসিং ও পূবাইল এলাকা, সদর থানা, গাজীপুর** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প) ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ২৬৩ তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উদ্যোক্তার জবাব সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, দাখিলকৃত কাগজপত্রে নিম্নরূপ অসঙ্গতি ছাড়াও নিম্নলিখিত কাগজপত্র দখিল করা হয়নিঃ

- প্রকল্পভুক্ত সমুদয় জমির মালিকানার স্বপক্ষে সংশ্লিষ্ট এসি ল্যান্ড কর্মকর্তা বা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসক এর নিকট হইতে মৌজা ও সি, এস দাগসূচীর সমন্বয়ে দায়মুক্তি সনদপত্র (No-encumbrance Certificate) দাখিল করা হয়নি।
- Pre-Feasibility প্রতিবেদন দাখিল করা হয়নি।
- Sewerage Treatment Plant (STP) অবস্থানসম্বলিত সাইট লোকেশন ম্যাপ এবং STP-এর লে-আউট প্ল্যান দাখিল করা হয়নি।
- প্রকল্পের ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজনীয় মাটির উৎস এবং মাটি সংগ্রহের ফলে উৎসের পরিবেশের ওপর প্রভাব দাখিল করা হয়নি।
- বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা ২০০৪-এর তফাসিল-৩ এর ছকে প্রদত্ত urban community facilities সংক্রান্ত তথ্য পূর্ণাঙ্গভাবে দাখিল করা হয়নি।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আইইই প্রতিবেদনে প্রকল্পের এরিয়া ১১০ একর দেখানো হয়েছে। অপরদিকে দাখিলকৃত প্রজেক্ট প্রোফাইলে প্রকল্প এলাকা ২০০ বিঘা দেখানো হয়েছে যা পরস্পরবিরোধী।
- উদ্যোক্তার দাখিলকৃত জবাবে এবং আমমোক্তার নামা দলিলে খিলগাঁও মৌজায় ক্রয়কৃত জমির পরিমান ৩৫.২২ একর (প্রায় ১০৬ বিঘা) উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু দাখিলকৃত জমির দলিল অনুসারে মোট ক্রয়কৃত জমির পরিমান ২৩.৮৬ একর পাওয়া গিয়েছে।
- উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত লে-আউট প্ল্যানে মোট জমির পরিমান, বিভিন্ন প্লটের সাইজ উল্লেখ করা হয়নি এবং কোন Legend দেখানো হয়নি। এছাড়াও, লে-আউট প্ল্যানে উদ্যোক্তার কোন স্বাক্ষর নেই।
- লে-আউট প্ল্যানে Internal road facilities এবং Sewerage System, Solid Waste Collection & Disposal সাইটের অবস্থান ও সাইজ উল্লেখ করা হয়নি।
- মৌজা ম্যাপ ও প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান সামঞ্জস্যপূর্ন নয়। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত জমির আলোকে সংশোধিত লে-আউট প্ল্যান দাখিল করা হয়নি।
- ভূমি ব্যবহার সংক্রান্ত রাজউক-এর ছাড়পত্র দাখিল করতে হবে।

উপরে বর্ণিত অসঙ্গতিসমূহ দূর করে প্রয়োজনীয় প্রকাগজপত্র দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর হতে উদ্যেক্তাকে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

চ) বিবিধ ঃ

১. **তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়), কোটালী পাড়া, টুঙ্গী পাড়া, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ)ঃ ঢাকা বিভাগীয় কার্যালয় হতে প্রেরিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর **তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিস্কাশন ও সেচ প্রকল্পের** দাখিলকৃত আবেদনপত্রটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে পুনঃ উপস্থাপন করা হয় এবং ২৬৪তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত সংশোধনপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দপ্তর হতে নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে অনাপত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ক) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী যে কোন প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ অত্যাবশ্যক। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী এ ধরনের প্রকল্প লাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং এ ধরনের প্রকল্পের জন্য বিধি অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (EIA) প্রতিবেদনের কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

(খ) অনুমোদিত টিওআর এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।

০১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রজেক্ট প্রোফাইল।

০২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র।

০৩। প্রকল্প এলাকার সাধারণ ম্যাপ, দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ, প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান।

০৪। প্রকল্প ব্যয় অনুসারে নির্ধারিত পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি।

(গ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

২. **বি আর ডি বি কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প 'র আওতায় ইতোপূর্বে স্থাপিত ৫২৪টি গভীর নলকূপ সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরের মতামত প্রদান, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ৫, কারওয়ান বাজার, ঢাকা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫২৪টি গভীর নলকূপ মেরামত)ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর **সেচ সম্প্রসারণ প্রকল্প 'র আওতায় দেশের ২০টি জেলার ৬২টি উপজেলায় ইতোপূর্বে স্থাপিত ৫২৪টি গভীর নলকূপ মেরামতের বিষয়ে** দাখিলকৃত আবেদনপত্রটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহ জানিয়ে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক এ ধরনের প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

০১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রজেক্ট প্রোফাইল।

০২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ওয়ার্ড কমিশনার/চেয়ারম্যান)।

০৩। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন।

০৪। প্রকল্প এলাকার সাধারণ ম্যাপ, দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ, প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান।

০৫। পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি:

মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবরে নির্ধারিত পরিমান* অর্থ কোড নং | ১ | ৪৫৪১ | ০০০০ | ২৬৮১ | তে চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে মূল কপি আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

*বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমান	ছাড়পত্র ফি (টাকা)	নবায়ন ফি
০১ (এক) লক্ষ হতে ০৫ (পাঁচ) লক্ষের মধ্যে	১৫০০/-	৩৭৫/-
০৫ (পাঁচ) লক্ষ হতে ১০ (দশ) লক্ষের মধ্যে	৩,০০০/-	৭৫০/-
১০ (দশ) লক্ষ হতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষের মধ্যে	৫,০০০/-	১,২৫০/-
৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ হতে ০১ (এক) কোটির মধ্যে	১০,০০০/-	২,৫০০/-
০১ (এক) কোটি হতে ২০ (বিশ) কোটির মধ্যে	২৫,০০০/-	৬,২৫০/-
২০ (বিশ) কোটি হতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	৫০,০০০/-	১২,৫০০/-
৫০ (পঞ্চাশ) কোটির উর্দ্ধে	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-

৩. **কুমিল্লা জেলায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রস্তাবিত গোমতী নদীর উভয় বাঁধ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, কুমিল্লা পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৪১ কিলোমিটার বাঁধ সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ)ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর **প্রস্তাবিত গোমতী নদীর উভয় বাঁধ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প'র আওতায় গৃহীতব্য কার্যক্রম বিষয়ে** দাখিলকৃত আবেদনপত্রটি পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোল্লিখিত বিষয়সমূহ জানিয়ে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ মোতাবেক এ ধরনের প্রকল্পের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য প্রকল্পের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, সদর দপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণের নিমিত্তে নিম্নলিখিত কাগজপত্রসহ আবেদন করতে হবে।

০১। প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রজেক্ট প্রোফাইল।

০২। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র।

০৩। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি) প্রতিবেদন।

০৪। প্রকল্প এলাকার সাধারণ ম্যাপ, দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ, প্রকল্পের লে-আউট প্ল্যান।

০৫। পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি:

মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবরে নির্ধারিত পরিমান* অর্থ কোড নং | ১ | ৪৫৪১ | ০০০০ | ২৬৮১ | তে চালানের মাধ্যমে জমা দিয়ে মূল কপি আবেদন পত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

*বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমান	ছাড়পত্র ফি (টাকা)	নবায়ন ফি
০১ (এক) লক্ষ হতে ০৫ (পাঁচ) লক্ষের মধ্যে	১৫০০/-	৩৭৫/-
০৫ (পাঁচ) লক্ষ হতে ১০ (দশ) লক্ষের মধ্যে	৩,০০০/-	৭৫০/-
১০ (দশ) লক্ষ হতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষের মধ্যে	৫,০০০/-	১,২৫০/-
৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ হতে ০১ (এক) কোটির মধ্যে	১০,০০০/-	২,৫০০/-
০১ (এক) কোটি হতে ২০ (বিশ) কোটির মধ্যে	২৫,০০০/-	৬,২৫০/-
২০ (বিশ) কোটি হতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	৫০,০০০/-	১২,৫০০/-
৫০ (পঞ্চাশ) কোটির উর্ধ্বে	১,০০,০০০/-	২৫,০০০/-

(সৈয়দ নজমুল আহসান) **সদস্য-সচিব**	**(মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম)** **কো-অপট্ সদস্য**	**(ড. মুঃ সোহরাব আলি)** **সদস্য**	**(মোঃ জিয়াউল হক)** **সদস্য**
(মির্জা শওকত আলী) **সদস্য**	**(বে.উ.হা. মোসা. আখতারুজ্জাহান)** **সদস্য**	**(মাহমুদ হাসান খান)** **সদস্য**	**(মোঃ শাহ্জাহান)** **আহবায়ক**